ছুটির ঘণ্টা

পরম পূজ্য গুরুদেব
শ্রীশ্রীকালীকৃষ্ণ
ঠাকুরের
আশীর্বাদ ধন্য

চিত্রগ্রহণ
বিমান সিনহা দীপক দাস
শিল্প নির্দেশক
বিজয় বোস
সম্পাদনা
অনিল সরকার
রূপসজ্জা
দেবী হালদার তারাপদ পাইন
সংগীত গ্রহণ
শ্যামসুন্দর ঘোষ
শব্দ পুনর্যোজনা
জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়
শব্দগ্রহণ :
অন্তর্দৃশ্যে
নৃপেন পাল ইন্দু অধিকারী অতুল চট্টোপাধ্যায়
পাঁচু মণ্ডল অনিল নন্দন রথীন ঘোষ বিরেণ নস্কর
অনিল তালুকদার শিদ্দি নাগ মাণিক দে
বহির্দৃশ্যে
অবনী চট্টোপাধ্যায়
কর্মাধ্যক্ষ
প্রশান্ত পাট্টাদার
স্থির চিত্র
পিক্‌স্ ষ্টুডিও
পরিচয় লিখন
দিগেন ষ্টুডিও
রসায়নগার
অবনী রায় রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় অবনী মজুমদার
ফণী সরকার নিরঞ্জন চ্যাটার্জী কানাই মুখার্জী
আলোক সম্পাতে
হরেন গাংগুলী দিলীপ ব্যানার্জী হেমন্ত দাস
দৃশ্যসজ্জা
সুনীল দাস
পরিস্ফুটনে
দিলীপ রায় দুলাল সাহা বংশী রায় তপন বোস

ক্যালকাটা মুভিটন, ইন্দ্রপুরী ও ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ ষ্টুডি -তে গৃহীত এবং আর, বি মেহেতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম্ ল্যাবরেটরীজ-এ পরিস্ফুটিত

নেপথ্য কণ্ঠে
হেমন্ত মুখোপাধ্যায় শ্যামল মিত্র
দিলীপ চক্রবর্তী ও আরতি মুখার্জী
প্রচার অঙ্কনে
অরুণ চট্টোপাধ্যায়
প্রচার পরিকল্পনা : স্বপন ঘোষ
সহকারীবৃন্দ :
পরিচালনা
অর্চন চক্রবর্তী জে. কে. রায় বরুণ দাস তঞ্জন সাহা
সঙ্গীত
রবীন সরকার তাপস চ্যাটার্জী
চিত্র গ্রহণ : শঙ্কর চ্যাটার্জী পল
শিল্প নির্দেশনা : শশাঙ্ক সান্যাল
সম্পাদনা : তাপস ব্যানার্জী
শব্দ পুনর্যোজনা
পাঁচুগোপাল ভোলা রবীন নরেশ বিমলেন্দু সুবল
কর্মাধ্যক্ষ
নারায়ণ গুপ্ত
আলোক সম্পাতে
মনরঞ্জন, দেবেশ, সুখরঞ্জন, বিনয়, সুধীর, অভিমন্যু, শম্ভু, নিতাই, হরিপদ, গুণনিধি, ল্যাংকা, গুপ্ত, পরেশ, খাঁদু
ব্যবস্থাপক
বাচ্চু, জগদীশ, লক্ষ্মী, রমেশ
প্রচার অঙ্কন
সুদর্শন রায় সঞ্জীব মিত্র
প্রচার : মানব ব্রহ্ম

কাহিনী-চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—বরুণ কাবাসী
সংগীত—অমল মুখোপাধ্যায়
গীতরচনা—মিণ্টু ঘোষ
প্রযোজনা—ঐক্যতান
পরিবেশনা—স্বপ্নদীপা চিত্র মন্দির

সুদূর পল্লী বাংলার এক অনাথ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সন্ন্যাসীবাবা অগ্নিযুগের বিপ্লবী। স্বাধীনতার পর মানুষের সেবার ব্রত নিয়ে গোড়ে তোলেন এই আশ্রম। এই আশ্রমেরই অনাথ কিশোর তপন, যাকে ঘিরে এই কাহিনী।

প্রকৃতি তার প্রচণ্ড। অথচ সেই প্রচণ্ডতায় ধ্বংসের পরিবর্তে দেখি আনন্দ, ছুটির আনন্দ, মুক্তির আনন্দ, আপন ছন্দে সে খেয়ালী, অপরের কাছে বিস্ময়। তাই,—

শহর থেকে সদ্য আগতা দিদিমণি ঝর্ণা অকাল বৈধব্যের ব্যথা ভরা মন নিয়ে এই আশ্রমে এসে প্রথম দিনেই তপনের শিশু হৃদয়ের ভাবনায় বিস্মিত হল।

তপন কোন এক গ্রামবাসীর খাঁচার পাখী উড়িয়ে দেওয়াতে সন্ন্যাসীবাবা প্রশ্ন করেন কেন সে পাখী উড়িয়ে দিয়েছে?

নির্ভিক তপন উত্তর দেয়—"পাখী তো আকাশে থাকে।"

বিস্মিত ঝর্ণার কাছে মনে হয় তপন যেন ছুটির দূত। ব্যথিত ঝর্ণার হৃদয় তাই তপনকে আপন করে কাছে পেতে চায়। কারণ সেও তো চায় মুক্তি। চায় জীবন থেকে ছুটি।

এরপর ঘটনা এগিয়ে চলে দুরন্ত তপনের ছোটার ছন্দ নিয়ে। দিদিমনি ঝর্ণা ধীরে ধীরে আর ও গভীর ভাবে তপনকে বুঝতে পারেন। উপলব্ধি করেন তপনের দুরন্তপনার মধ্যে এক গভীর দার্শনিক তথ্যকে তপন ভেঙ্গে দিয়েছে সব শৃংখলা। আশ্রমের কোন নিয়মই সে মানে না। কিন্তু সারাদিনের উদ্দেশ্য বিহীন চলা ফেরার মধ্যেও সে ঠিক ছুটির সময় এসে আশ্রমের স্কুলের ছুটীর ঘণ্টাটা বাজাতে কোনদিন ভোলে না। যেমন ভোলে না, গ্রামের অন্ধ অমলকে সারাদিন একাকিত্ব থেকে একটু মুক্তির স্বাদ দিতে, তাকে নিয়ে নদীর পাড়ে বেড়াতে যেতে। জেলেদের জালে ধরা মাছকে তপন আবার জলে ছেড়ে দেয়। খুলে দেয় গরুর দড়ির

বাঁধন, তার মন যেন চায় সবাইকে সব বন্ধন থেকে ছুটি দিতে। মুক্তিদিতে। সে যেন মুক্তি দূত। তাই নদীর পাড়ে অন্ধ অমলের বাঁশি সুর ধরে—"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে।" অন্ধ অমলের বোন কৃষ্ণা আশ্রমের দিদিমণি-দের দেখাশুনার কাজে নিয়জিত। সরল গ্রাম্য পবিত্রতা ভরা কৃষ্ণাকেও ভালো লাগে দিদিমণি ঝর্ণার। তাকে ঘিরে অনেক আশার জাল বোনেন। আর গভীর রাতের নীরবতায় মাতৃত্বের কাতর আবেদনে তপনকে মিনতি করেন তাকে "মা" বলে ডাকতে, সন্তান হীনা বিধবা ঝর্ণার জীবনের এই হলো নতুন সুর।

এই নতুন সুরের ঝঙ্কারের আমন্ত্রণে কোলকাতা থেকে সাহিত্যিক সঞ্জয় সেন আসে এই আশ্রমে। বিধাতার আশীর্বাদের মত ঝর্ণা সঞ্জয়ের হাতে তুলে দেয় কৃষ্ণাকে। ফিরে যায় সঞ্জয় জীবন সাথী কৃষ্ণাকে নিয়ে। আর যায় কিশোর তপনের দার্শনিক তথ্যের উপলব্ধিকে। সঞ্জয় পায় নতুন জীবনের স্বাদ।

কিন্তু গ্রামের জোতদার দত্ত মশাই তার অসামাজিক জঘন্য-বাসনাকে পূর্ণ করতে পায় না ঝর্ণাকে। তাই এক রাতে ঝর্ণার ঘর জ্বলে ওঠে প্রতিহিংসার লেলিহান শিখায়।

রাতের ভারী নীরবতাকে বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসে ঝর্ণার করুণ ডাক—তপু—তপু—তপু।

অভিনয়ে—

মাধবী মুখোপাধ্যায় দিলীপ রায় জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায় সুনাম সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় গীতা দে জ্ঞানেশ মুখার্জী শিপ্রা চক্রবর্ত্তী বিমল দেব দ্বিজ ভাওয়াল বিশু চট্টোপাধ্যায় সুনীতি দত্ত সুধাংশু কাবাসী অজয় সিংহ কমল দেব প্রদীপ শঙ্কর একশত শিশু শিল্পী ও মাঃ শান্তনু

প্রথম গান—শিল্পী শ্যামল মিত্র

সকল দুঃখ সকল কলুষ
সকল অন্ধকারের গ্লানি
আপন হাতে চূর্ণ কর তোমার করুণায়।
চলার পথে আলোক দেখাও
মানুষ হয়ে বাঁচতে শেখাও
সকল আশা পূর্ণ কর তোমার করুণায়।

এলাহি আপনি রাহমৎ সে
মসায়ের দূর তু কারদে।
ভালায়িকি তু দে তফিক্ দিল
পূর নূর তু কারদে।
যাহাতক হোকাকে দিল
আশা নিয়াহ নেক্ কামুমে
মহব্বৎ সে ইনসানোকি ইয়েদিল
মামুর তু কার দে।

All the sorrows and device
Let your kindness make them nice,
Oh ! Lord, Oh ! Lord, Oh ! Lord.
Make us to do all we should
Make us to be kind and good
Oh ! Lord, Oh ! Lord, Oh ! Lord,

দ্বিতীয় গান—শিল্পী : আরতি মুখার্জী

ফুল কেন ফোটে জানো তোমরা
সবারে বিলাবে বলে গন্ধ তার।
তারা কেন জ্বলে জানো আকাশে
আলোয় ভরাবে যত অন্ধকার।

তোমরাও কটি ছোট ছোট ফুল
পৃথিবীতে গন্ধ যে ছড়াবে।
লেখা পড়া শিখে আরো বড় হও
সবাকার মনে আলো ঝরাবে।
পাখী দেখ ভোর হলে গান গায়
শোনায় সবারে সেও ছন্দ তার।

তোমরাও কটি ঝলমল তারা
মানুষের অন্ধতা সরাবে,
ভালবাসা দিয়ে গড় এ হৃদয়
তোমাদেরও সবে বুকে জড়াবে
নিয়ম্ আর শৃঙ্খলা মানে যে
হবে না চলার পথ বন্ধ তার।

তৃতীয় গান—শিল্পী : আরতি মুখার্জী
আমার মনের ফুলে স্মৃতির ভ্রমর
কোন দিন গুণ গুণ করে না।
দুচোখ ভ'রে আগামী দিনের
কোন রং ঝর ঝর ঝরে না।
এইতো ভালো এই একা একা
গোধূলীর আলো দেখে পথ চলা
নিজের সাথেই নিজে কথা বলা
ফেলে আসা কিছু যেন মনে পড়ে না।
জোয়ার না এসে আসে ভাঁটায় যদি
তবুও তো বয়ে যায় দু'কূলেই এ-নদী
তাই তো আমি এই ব্যথা ভরা
কচি আর কাঁচা প্রাণে আলো জ্বালি।
নিজের মনের মত সুরভি ঢালি
ওরা ছাড়া আর কিছু মনে ধরে না।

'চতুর্থ গান'

শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

আঁধার জীবনটাকে বলি আমি বারে বারে
পৃথিবীর এতো আলো
আরো আলো নিয়ে যেন
হারাতে পারে সে হারাতে পারে।
দিন চলে যায় হায় তাকে
রাত্রির ভালবাসা ডাকে
রোমাঞ্চ মাখা সেই ছুটির আনন্দে
সে যেমন চলে অভিসারে
আমিও চলে যাব আরো ভালবাসা নিয়ে
সে অভিসারে আজ সে অভিসারে।

চলে যাবে এমনি করে
থাকবে না চিরদিন কেউ
তবে কেন ভাবনার ঢেউ।
মন ভরে যায় এই ভেবে
একদিন ছুটি সেও নেবে।
জীবনের এই ক্ষণ যদিও
আঁধার ঘেরা
তবু সে-ই আলো দিতে পারে।
যেন তার আগমনী
ছুটির ঘণ্টা হয়ে আমারই দ্বারে
বাজে আমারই দ্বারে।

॥ এই ছবির হিট্ গান-গুলো H.M.V. রেকর্ডে পাবেন ॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:
মিসেস বাসনা গুপ্তা, চণ্ডিমেলা কমিটি বড়িশা, সন্তোষ মণ্ডল, বাহুড়িয়া দিলীপ কুমার ও কাদম্বিনি বিদ্যালয়, বাহুড়িয়া গ্রামবাসীবৃন্দ ও অমিয় ভট্টাচার্য
উপদেষ্টা মণ্ডলী—কাশীনাথ ব্যানার্জী, অরূপ হালদার ও তপন বসু॥

আমাদের পরিবেশিত পরবর্ত্তী ছবি

শিশির দে নিবেদিত
কো. ও. প্রোডাক্সন্স
প্রযোজিত

নির্জন সৈকতে

কাহিনী—মানিক
বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য—সুবীর হাজরা
পরিচালনা—অর্চন চক্রবর্ত্তী
চিত্রগ্রহণ—বিমান সিন্হা
অভিনয়ে—সোমা দে, বিবেক চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষাল, কেতকী দত্ত, মন্মথ মুখার্জী
সঙ্গীত—সুধীন দাসগুপ্ত
নেপথ্য কণ্ঠে—আরতী মুখার্জী

অরুণ বরুণ ও কিরণমালা

ডলফিন্ ফিল্মস্ প্রয়োজিত
বাংলার নিজস্ব রূপকথা
অবলম্বনে সম্পূর্ণ রঙীন
শিশুচিত্র

পরিচালনা/বরুণ কাবাসী
সংগীত/অমল মুখোপাধ্যায়
গীত রচনা/মিন্টু ঘোষ
নেপথ্য কণ্ঠে/হেমন্ত, সন্ধ্যা,
দিলীপ, অমল ও আরতী